মানবাধিকার সংগ্রামী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী

বিপ্লব হালিম-এর

৭১তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন

ও

বিপ্লব হালিম স্মারক সম্মান প্রদান

(১ম বর্ষ)

১৯৪৭ - ২০১৭

মুখবন্ধ

বিপ্লবীর মৃত্যু নেই কারণ বিপ্লবের প্রয়োজন কখনও ফুরোয় না। বিশ্বে যতদিন দারিদ্র, বঞ্চনা, শোষণ থাকবে ততদিন বিপ্লবের চেতনাও অম্লান থাকবে।

আজও ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮তে আমরা এমনই একজন বিপ্লবীকে স্মরণ করছি যিনি সারা জীবন মানুষের মুক্তির লড়াই-এ ছিলেন উৎসর্গিত প্রাণ। তাঁর জীবন দর্শনে, 'সবার উপর মানুষ সত্য', তাঁর স্বপ্নে এক সাম্যবাদী সমাজ, যেখানে প্রতিটি মানুষের রয়েছে পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার।

নিরলস মানবাধিকার সংগ্রামী, সমাজসেবী বিপ্লব হালিমের ৭১তম জন্মদিবসে তাই আমরা সমাজ সেবায় নীরবে ব্রতী কিছু মানুষদের সম্মান জানাচ্ছি, যারা মানবতার পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে রাখতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

এদের কর্মকান্ডের চর্চার মধ্য দিয়েই আমরা বিপ্লব হালিম নামক, প্রচারবিমুখ, আদর্শবাদী, সেই মানুষটিকে সত্যিকার অর্থে স্মরণ করব, যিনি দেশ, কালের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদ ও মানব মুক্তির স্বপ্ন চোখে নিয়েই চোখ বুজেছেন, পিছনে রেখে গেছেন তাঁর কর্মময় জীবন, যার উত্তরাধিকারী আমরা, অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্ম।

বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা ও স্মারক সম্মান অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ।

উজ্জয়িনী হালিম
ইমসে

এক মৃত্যুহীন প্রাণ

প্রস্তাবনা ঃ মানুষ তার বয়সের হিসেবে বাঁচে না – বাঁচে তার কীর্তি আর অবদানের বিচারে। আজ এখানে আমি এমন একজন মানুষ সম্পর্কে কিছু কথা বলবার জন্যে উপস্থিত হয়েছি যিনি সারাজীবন হতভাগ্য, বঞ্চিত মানুষের নিরন্তর সংগ্রামের নিরলস যোদ্ধা ছিলেন; দেশ ও সমাজের সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তির প্রশ্নে যিনি ছিলেন আপোষহীন সংগ্রামের প্রতীক – সেই 'মৃত্যুহীন প্রাণ' বিপ্লব হালিমের মৃত্যু পরবর্তী প্রথম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত এই সভায় আমি সবিনয়ে ব্যক্তি বিপ্লব কিভাবে এবং কি কি কারণে এক অনন্যসাধারণ সামাজিক সম্পদে রূপান্তরিত হয়েছে, তা সংক্ষিপ্তভাবে নিবেদন করতে প্রয়াসী হয়েছি; ছ'দশকেরও বেশি নিরবিচ্ছেদ সময়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে আমি এই কাজটি আন্তরিক সততা ও শ্রদ্ধায় পালন করতে ব্রতী হয়েছি। আমি মনে করি এ এক ঐতিহাসিক কর্তব্য ও দায়িত্ব।

বর্ণময় বহুমাত্রিক মানুষ বিপ্লব হালিম; তার বিভিন্ন মাত্রা বা দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরবর্তী অংশে করবার চেষ্টা করবো।

ক. বিপ্লব একান্তভাবেই **রাজনৈতিক মানুষ**; মার্কসবাদী তত্ত্ব ও আদর্শই সে সমস্ত জীবন নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা সহকারে পালন করে গেছে। যখনই কোন প্রশ্ন তার মনে দেখা দিয়েছে, তার সুষ্ঠু সমাধান বা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সে থামেনি অর্থাৎ সে গোঁজামিলে বিশ্বাস করতো না। সে এই বাম রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা প্রথম পর্বে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিল ঠিকই, কিন্তু এর ধারাবাহিক চর্চা এবং প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এই বৈজ্ঞানিক দর্শনের উপর তার অনায়াস অধিকার স্থাপন করেছিল। সেইজন্যেই এই তত্ত্বের বিভিন্ন সৃজনমূলক প্রয়োগ ক্ষেত্রেও সে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে। তাই বলা যেতে পারে যে তার রাজনৈতিক চিন্তায় তেমন মৌলিক পরিবর্তন নেই, আছে ক্রমবিবর্তন এবং পরিণত উপলব্ধি।

খ. বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা **সাম্প্রদায়িকতা**। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বত্রই এই ধর্ম নিয়ে হানাহানি। বিপ্লব ধর্মকে আফিংই মনে করতো। স্বৈরাচারী শাসকেরা ধর্মের আফিং দিয়ে জনগণকে নির্জীব ও বিভ্রান্ত করে তাদের অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণ চালায়। বিপ্লব ছিল একান্তভাবে অসাম্প্রদায়িক। ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা তার সমস্ত কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেত। ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের পরিবেশে এবং তার ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী ভূমিকায় জনমানসে এখন আতঙ্ক ও অসহায়তা; এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবের মতো বিপ্লবীদের প্রয়োজন বড্ড বেশি। এই সময় বিপ্লব না থাকলেও তার শিক্ষাই আমাদের পথ দেখাবে।

গ. দেশ ও সমাজ পরিবর্তনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে **বৈজ্ঞানিক ও বিপ্লবী শিক্ষা**। তথাকথিত শিক্ষা ও যথার্থ জ্ঞানের পার্থক্য সচেতন মানুষ উপলব্ধি করতে পারেন। বিপ্লব ছিল যথার্থ জ্ঞানী (wise) ও সুশিক্ষক। অশিক্ষার অন্ধকার দূর করার শুভ উদ্দেশ্যে লেনিন সেন্টিনারী নামে একটি মহাবিদ্যালয় গড়ে তোলে; এটি হতে পারতো আমাদের দেশের অন্যতম একটি লোকশিক্ষাকেন্দ্র; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্র একে প্রাথমিক

পর্বেই ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু এর ফলে তার মনে যে শিক্ষার আগুন ছিল তাকে নেভানো যায়নি; বরঞ্চ তার সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রামের মধ্যে কুশল শিক্ষক সত্তাটি আজীবন সক্রিয় ছিল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় বহু পূর্বে Socrates-এর ছাত্র Plato-র (৪২৭-৩৪৭BC) রাজনীতি প্রশিক্ষণের Academy প্রতিষ্ঠার কথা এবং dialectic method of inquiry সেখানে চালু করা হয়েছিল। Aristotle এখানকার ছাত্র ছিলেন।

ঘ. একজন আদর্শ নেতা ও কর্মীর সবচেয়ে বড় গুণ **পরমত সহিষ্ণুতা**। এ গুণের প্রাচুর্য ছিল বিপ্লবের স্বভাবে। সে কাউকেই অগ্রাহ্য করতো না, তুচ্ছ জ্ঞান করতো না, সকলের মতামতকে সম্মান করতো। বিপ্লবের অনেক সমালোচক ছিল – তার মত ও পথের সমালোচনা ছিল। কিন্তু তার কোন নিন্দুক ছিল বলে জানা নেই। ১৮৮৩ সালে Marx-এর মৃত্যু হয় ইংল্যাণ্ডে; Engles তাঁর স্মরণসভায় এক বিখ্যাত বক্তৃতা দিয়েছিলেন; এর এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন, Marx-এর সঙ্গে বহু বিখ্যাত-অখ্যাত মানুষের মত পার্থক্য ছিল, কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁর কারও সঙ্গে শত্রুতা বা বিদ্বেষের সম্পর্ক ছিল না। মহৎ মানুষদের চরিত্রেই এই দুর্লভ গুণের উপস্থিতি থাকে – এটা তাদের মহত্বের পরিচায়ক। বিপ্লবের স্বভাবে এ গুণের অভাব কখনও দেখিনি।

ঙ. সবশেষে আমি এক বিখ্যাত ও আমার প্রিয় জার্মান কবি Heinrich Heine (1797-1856)-এর অন্তিম ইচ্ছের কথা উল্লেখ করবো – এই ইচ্ছে হয়তো আমাদের 'মৃত্যুহীন প্রাণ' বিপ্লবেরও ছিল, কেননা দুজনেই ছিলেন অসম্ভব স্বাধীনতা পাগল, শুধু নিজের নয়; সকলের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতার আমৃত্যু আপোষহীন সংগ্রামী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "I have never set great store by poetic glory, and whether my songs are praised or blamed matters little to me. But lay a sword on my bier, for I have been a good soldier in the wars of human liberation". আমাদের প্রিয় বিপ্লবও ছিল আজীবন "a good soldier in the wars of human liberation".

আমার শেষ নিবেদন, উপরের যেসব কথা বিপ্লব সম্পর্কে বললাম, তার সামান্য কিছু কথাও এইরকম অনুষ্ঠানে যদি অনুজপ্রতিম বিপ্লব আমার সম্পর্কে বলতো আমি অত্যন্ত খুশি হতাম।

শ্রী অনাথবন্ধু দে
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী

"যখনই তুমি অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে জ্বলে ওঠ,
তখনি তুমি আমার একজন সহযোদ্ধা।"
– চে গুয়েভারা

২০১৮-র সম্মানিত সমাজসেবক

শ্রী দুর্গাপদ ভট্টাচার্য্য

উন্নয়ন ক্ষেত্রে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা দরিদ্র, প্রান্তিক মানুষের জীবনধারা পরিবর্তন করার ব্যাপারে সদা জাগ্রত কিন্তু নীরব কর্মী। প্রচারের আলোর বৃত্ত থেকে অনেক দূরে থেকেই মানুষকে সাথে নিয়েই তাঁদের 'শুভ কর্মপথের নির্ভয় গান'।

এমনই একজন মানুষ হলেন শ্রী দুর্গাপদ ভট্টাচার্য্য। বীরভূম জেলার বোলপুরে, ইক্ষুধারা গ্রামে জন্ম। নিম্নবিত্ত সংসারে নানান ঘাত প্রতিঘাতের ঘূর্ণিপাকে উচ্চশিক্ষার সোপান থেকে ফিরে আসা। গ্রামীণ জীবনের পিছিয়ে পড়া মানুষদের দুঃখ দুর্দশার নীরব সাক্ষী। লেগে পড়লেন তাদের উত্তরণের কাজে। পান্নালাল দাশগুপ্তের ছায়াসঙ্গী হয়ে পথ চলেছেন, শিখেছেন ২০ বছর ধরে। শুরু ১৯৬৯ সালে, এখনো নিরলস ভাবে একই ব্রত নিয়ে গরীব মানুষদের মাথা উঁচু করে বাঁচবার মন্ত্র শেখাচ্ছেন।

কৃষকদের স্বেচ্ছাশ্রম, ব্যাংক ঋণ সংগ্রহ, পতিত জমির ব্যবহার, বাড়ির সব্জি বাগান, খাদ্যগোলা তৈরি, গ্রামে গ্রামান্তরে সাবলম্বন সমিতি গঠন, পুকুর খনন, আদিবাসী-তফসিলি দুঃস্থ গরীব মহিলাদের অকৃষি ক্ষেত্রে দক্ষতা সৃষ্টি করা ইত্যাদি নানাবিধ প্রকল্পমালার মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের জীবন ও জীবিকায় উত্তরণ ঘটিয়েছেন।

এই কর্মযজ্ঞে জীবনে সুদীর্ঘ প্রায় ৪৮ বছর ধরে বহু সংঘ/সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। অনেক প্রণম্য ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে ক্ষুরধার হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য সংস্থা টেগোর সোসাইটি, রামকৃষ্ণ মিশন - লোকশিক্ষা পরিষদ, সার্ভিস সেন্টার, লোক কল্যাণ পরিষদ ইত্যাদি।

যে সমস্ত ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁর মধ্যে আছেন পান্নালাল দাশগুপ্ত, সুশীল মুখোপাধ্যায়, অজিত নারায়ণ বসু, শিবশংকর চক্রবর্তী, অম্লান দত্ত, বিপ্লব হালিম, লোক কল্যাণ পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সুধাংশু কুমার চক্রবর্তী, অমলেন্দু ঘোষ প্রমুখ। কাঁধের অবিচ্ছিন্ন ঝোলার মধ্যে অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য্য নিয়ে আজও তাঁর নীরব পদযাত্রা শেষ হয়নি।

তার চলার পথে রইল আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

২০১৮-র সম্মানিত সমাজসেবক

শ্রী কানু মুর্মু - এক আপোষহীন পথ চলার নাম

বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে এখনো পথ হাঁটেন কানু মুর্মু। এক সামাজিক বিপ্লব, যা শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে, আদিবাসী মানুষদের দেবে তাদের প্রাপ্য ন্যায্য সম্মান ও অধিকার।

কানু মুর্মু, ঝাড়খণ্ড-এর দুমকা জেলার দীঘলপাহাড়ি গ্রামের বাসিন্দা। দারিদ্র ও বঞ্চনার শিকার সাঁওতাল পরিবারে তাঁর জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা। কিন্তু কোনদিনই সামাজিক বঞ্চনাকে ভাগ্য বলে মেনে নেননি তিনি, বিশ্বাস করতেন, মানুষ জাগলে, সমাজ পাল্টাবে।

১৯৮০ সালে বিপ্লব হালিমের সাথে আলাপ তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। যে পথের দিশা তিনি খুঁজছিলেন, বিপ্লবের চেতনায় পান তার হদিস। তারপর সুদীর্ঘ ৩৫ বছরেরও বেশি সময়, বিপ্লব হালিমের আদর্শে সমাজসেবায় সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছেন কানু মুর্মু। কমপক্ষে ৫০টার বেশি আদিবাসী গ্রামে সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, নৈশ বিদ্যালয়, সাঁওতালী ভাষায় (দেবনাগরী অক্ষরে) পুস্তিকা প্রকাশ, গরীবদের মহাজনী শোষণ থেকে মুক্তি দিতে ধর্ম গোলা, যৌথ চাষ, বিকল্প জীবিকার প্রচলন, সনাতন কৃষির উপর জোর দেওয়া, সাঁওতালী চিকিৎসা ব্যবস্থার সংস্কার ও প্রচার, আদিবাসী বিচার ব্যবস্থা, যার ভিত্তি হল সহমত হয়ে সিদ্ধান্ত, তার সশক্তীকরণ; মহিলাদের ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য, পানীয়জল, রাস্তা নির্মাণ, আদিবাসীদের ন্যায্য মজুরীর দাবীতে ও বন্ধোয়া মজদুর বিরোধী সফল আন্দোলন – এ সবেরই পুরোভাগে তিনি চিরকাল থেকেছেন। চিরকাল পাশে পেয়েছেন ইমসে সংগঠনকেও। রাজ্যের বাইরে, জাতীয়, তথা আন্তর্জাতিক স্তরের নানান প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে, বহু প্রসিদ্ধ মানুষের সান্নিধ্যে এসে, নিজে সমৃদ্ধ হয়েছেন, মানুষকে সমৃদ্ধ করেছেন, নীরবে, প্রচারের আলোর থেকে অনেক দূরে। আজো কানু মুর্মু সম্পাদনা করেন সাঁওতালী ভাষায় প্রকাশিত এক ত্রৈমাসিক পত্রিকা, যা পাহাড়ে, বনে জঙ্গলের আনাচে কানাচে বসবাসকারী আদিবাসী মানুষদের সত্যিকারের সমস্যা ও দাবীর দর্পণ। আজো তিনি বিপ্লবের চেতনায় আলোকিত, ইমসের একনিষ্ঠ সমাজকর্মী। তাঁর সমাজ গঠনের কাজে এই নীরব অবদানের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

২০১৮-র সম্মানিত সমাজসেবক

শ্রী সমর দাস

বিবেকের পথে মানব সেবায় চির নিবেদিত প্রাণ

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন 'মানুষ চাই আর সব হইয়া যাইবে' এমন মানুষ যিনি মান ও হুঁশ নিয়ে শিব জ্ঞানে জীবের সেবায় নিযুক্ত হবেন। মানুষই হবে যার কাছে সাক্ষাৎ ঈশ্বর। সেই বিবেক বাণীকে পাথেয় করে, নীরবে অথচ দৃঢ়তার সাথে মানব সেবায় ব্রতী শ্রী সমর দাস। বিবেক পথে নামক একটি সংগঠনের তিনি জন্মদাতা, সারা বছর ব্যাপী তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা মানবতার বাণী পৌঁছে দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের শহর থেকে দুরদূরান্তের পল্লী গ্রামে, আজ যার প্রয়োজন বোধহয় সব থেকে বেশি। খুঁজে নিয়ে আসছেন, এমন মানব সম্পদ যারা আজ দুর্লভ, তাদের দিচ্ছেন যোগ্য সম্মান।

বিবেক পথের নিরলস মানব সেবামুখী কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হয়েছেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিপ্লব হালিমও ছিলেন বিবেক পথের অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী। তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান কোলকাতা - ৬৮ স্থিত যোধপুর পার্কে পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে 'বিবেকানন্দ মন্দির' স্থাপন, মহিলাদের নেতৃত্বের উন্নতি ও বিকাশ সাধন সহ কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে হাতের কাজের প্রশিক্ষণ ও বিপনন কেন্দ্র স্থাপন, Book Bank ও Medicine Bank স্থাপন। যিনি স্বপ্ন দেখেন স্বামীজীর ভাবাদর্শে এক বৃহত্তর 'বিবেকপথে পরিবার' গঠন।

শ্রী সমর দাস প্রচার বিমুখ সমাজকর্মী, তিনি নিজে খ্যাতির আড়ালে থেকেই বহু মানুষের মনে সমাজ কল্যাণকর ভাবধারার প্রবাহকে শক্তিশালী করেছেন। নিজের পরিবারকেও উদ্বুদ্ধ করেছেন বিবেক পথের আদর্শে।

তাঁর এই একনিষ্ঠ নীরব সমাজসেবার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

“ মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণ-ভূমে রণিবে না -
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।”

- কাজী নজরুল

প্রকাশনা : ইমসে, ১৯৫ যোধপুর পার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০৬৮
ফোন : ০৩৩-২৪৭৩২৭৪০
ই-মেল: bipimse@hotmail.com